গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নম্বর: ওএম/৯১-সম/২০০৮- ১৪৫৮ তারিখ : ১৫/১২/২০২১ খ্রি.

বিষয়: সারাদেশের সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের টিউশন ফি গ্রহণ।

সূত্র : ১। মাউশি অধিদপ্তরের স্মারক নং- ওএম/৯১-সম/২০০৮-২৪৮; তারিখ: ১৮/১১/২০২০ খ্রি.
২। মাউশি অধিদপ্তরের স্মারক নং- ওএম/৯১-সম/২০০৮-২৫১; তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রসমূহের আলোকে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে উল্লিখিত স্মারকদ্বয়ের মাধ্যমে সারাদেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে টিফিন, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানাগার ও ম্যাগাজিন ফি এবং বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে টিফিন, পুন:ভর্তি, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানাগার, ম্যাগাজিন, উন্নয়ন ফি গ্রহণ না করার নির্দেশনা ছিল।

২০২২ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত টিউশন ফি ও বাৎসরিক সেশন চার্জ গ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়টি অতীব জরুরী

স্বাক্ষরিত/-
প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক

১। আঞ্চলিক উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)
২। জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল)
৩। থানা/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)-
১। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
[দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত সচিব (সরকারি মাধ্যমিক-১ ও বেসরকারি মাধ্যমিক)
২। জেলা প্রশাসক (সকল)
৩। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সকল অঞ্চল
৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, ইএমআইএস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
[পত্রটি মাউশি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল উপজেলা
৬। পিএ টু মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা [মহপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
৭। পিএ টু পরিচালক(মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
[পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
৮। সংরক্ষণ নথি

১৫.১২.২০২১
(মোহাম্মদ আজিজ উদ্দিন)
উপপরিচালক (মাধ্যমিক)
☎ ০২-৪১০৫০২৮৩
dd-sec@dshe.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নম্বর: ওএম/৯১-সম/২০০৮-২৪৮

তারিখ: ৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ১৮ নভেম্বর ২০২০ খ্রি.

বিজ্ঞপ্তি

কোভিড-১৯ এর কারণে গত ১৮.০৩.২০২০ খ্রি. থেকে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে। তবে এরই মধ্যে "সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে" প্রচারিত ক্লাসের পাশাপাশি বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যকরভাবে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করলেও, কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তা ভালোভাবে করতে পারেনি। একইভাবে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী এসব অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পেরেছে, কিছু শিক্ষার্থী পারেনি। যাই হোক, সার্বিক বিবেচনায় আমাদের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হঠাৎ করে উদ্ভূত এই পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

তবে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি নিয়ে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অভিভাবকদের মতদ্বৈততা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিছু অভিভাবক বলছেন একদিকে স্কুল বন্ধ ছিল আর অন্যদিকে এই করোনা পীড়িত সময়ে তারা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছেন, অতএব তাদের পক্ষে টিউশন ফি প্রদান করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে তারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে; উপরন্তু, প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ও স্কুল রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রতি মাসে তাদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেই হয়।

এমতাবস্থায়, আমাদেরকে যেমন অভিভাবকদের অসুবিধার কথা ভাবতে হবে অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন বন্ধ বা অকার্যকর হয়ে না যায় কিংবা বেতন না পেয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের জীবন যেন চরম সংকটে পতিত না হয় সেটাও খেয়াল রাখতে হবে।

পূর্বাপর বিষয়গুলো বিবেচনা করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (এম.পি.ও.ভুক্ত ও এম.পি.ও বিহীন) শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টিউশন ফি গ্রহণ করবে কিন্তু এ্যাসাইনমেন্ট, টিফিন, পুন:ভর্তি, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানাগার, ম্যাগাজিন ও উন্নয়ন বাবদ কোনো ফি গ্রহণ করবে না বা করা হলে তা ফেরত দেবে অথবা তা টিউশন ফি'র সঙ্গে সমন্বয় করবে। এছাড়াও অন্য কোনো ফি যদি অব্যয়িত থাকে তা একইভাবে ফেরত দেবে বা টিউশন ফি'র সঙ্গে সমন্বয় করবে। তবে যদি কোন অভিভাবক চরম আর্থিক সংকটে পতিত হন, তাহলে তার সন্তানের টিউশন ফি'র বিষয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিবেচনায় নেবেন। এখানে উল্লেখ্য, কোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন যেন কোনো কারণে ব্যাহত না হয় সে বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে যত্নশীল হতে হবে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের শুরুতে যদি কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হয় তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এমন কোনো ফি— যেমন টিফিন, পুন:ভর্তি, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানাগার, ম্যাগাজিন, উন্নয়ন— গ্রহণ করবে না যা ঐ নির্দিষ্ট খাতে শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যয় করতে পারবে না। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় পূর্বের ন্যায় সকল ধরণের যৌক্তিক ফি গ্রহণ করা যাবে।

১৮.১১.২০২০

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নম্বর: ওএম/৯১-সম/২০০৮- ২৫১

তারিখ: ৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ২২ নভেম্বর ২০২০ খ্রি.

বিজ্ঞপ্তি

চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে গত ১৮.০৩.২০২০ খ্রি. থেকে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে। তবে ইতোমধ্যে "সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে" প্রচারিত ক্লাসের পাশাপাশি বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যকরভাবে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করলেও, কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তা ভালোভাবে করতে পারেনি। একইভাবে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী এসব অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পেরেছে, কিছু শিক্ষার্থী পারেনি। সার্বিক বিবেচনায় আমাদের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হঠাৎ করে উদ্ভূত এই পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

তবে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি নিয়ে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অভিভাবকদের মতদ্বৈততা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিছু অভিভাবক বলছেন একদিকে স্কুল বন্ধ ছিল আর অন্যদিকে এই করোনা পীড়িত সময়ে তারা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছেন, অতএব তাদের পক্ষে টিউশন ফি প্রদান করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে তারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে; উপরন্তু, প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও অত্যাবশ্যকীয় খাত ও স্কুল রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রতি মাসে তাদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেই হয়।

এমতাবস্থায়, আমাদেরকে যেমন অভিভাবকদের অসুবিধার কথা ভাবতে হবে অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন বন্ধ বা অকার্যকর হয়ে না যায় সেটাও খেয়াল রাখতে হবে।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে বছরের শুরুতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/অডিট সেল/২৪৩/২০১১/৪৭৫ তারিখ: ০৬ জুলাই ২০১৪ ইং এবং স্মারক নং-শিম/অডিট সেল/২৪৩/২০১১/২০৯ তারিখ: ১৭ই এপ্রিল ২০১৬ ইং এর তফসিল "খ" অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিউশন ফিসহ বিভিন্ন খাতে অর্থ আদায় করত: ভর্তি কাযক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে আদায়কৃত সব খাতের অর্থ ব্যয় হয়নি বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পূর্বাপর বিষয়গুলো বিবেচনা করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টিউশন ফিসহ অত্যাবশ্যকীয় বেসরকারি কর্মচারী এবং কম্পিউটার (আইসিটি) বাবদ ফি গ্রহণ করতে পারবে কিন্তু এ্যাসাইনমেন্ট, টিফিন, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানাগার ও ম্যাগাজিন বাবদ কোনো ফি গ্রহণ করবে না বা করা হলে তা ফেরত দেবে। এছাড়াও অন্য কোনো ফি যদি অব্যয়িত থাকে তা একইভাবে ফেরত দেবে। তবে যদি কোন অভিভাবক চরম আর্থিক সংকটে পতিত হন, তাহলে বিষয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিবেচনায় নেবেন। এখানে উল্লেখ্য, কোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন যেন কোনো কারণে ব্যাহত না হয় সে বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে যত্নশীল হতে হবে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের শুরুতে যদি কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হয় তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এমন কোনো ফি— যেমন টিফিন, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানাগার, ম্যাগাজিন— গ্রহণ করবে না যা ঐ নির্দিষ্ট খাতে শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যয় করতে পারবে না। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় পূর্বের ন্যায় সকল ধরণের যৌক্তিক ফি গ্রহণ করা যাবে।

২২/১১/২০২০
প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক